৪০ হাদিস সিরিজ

হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

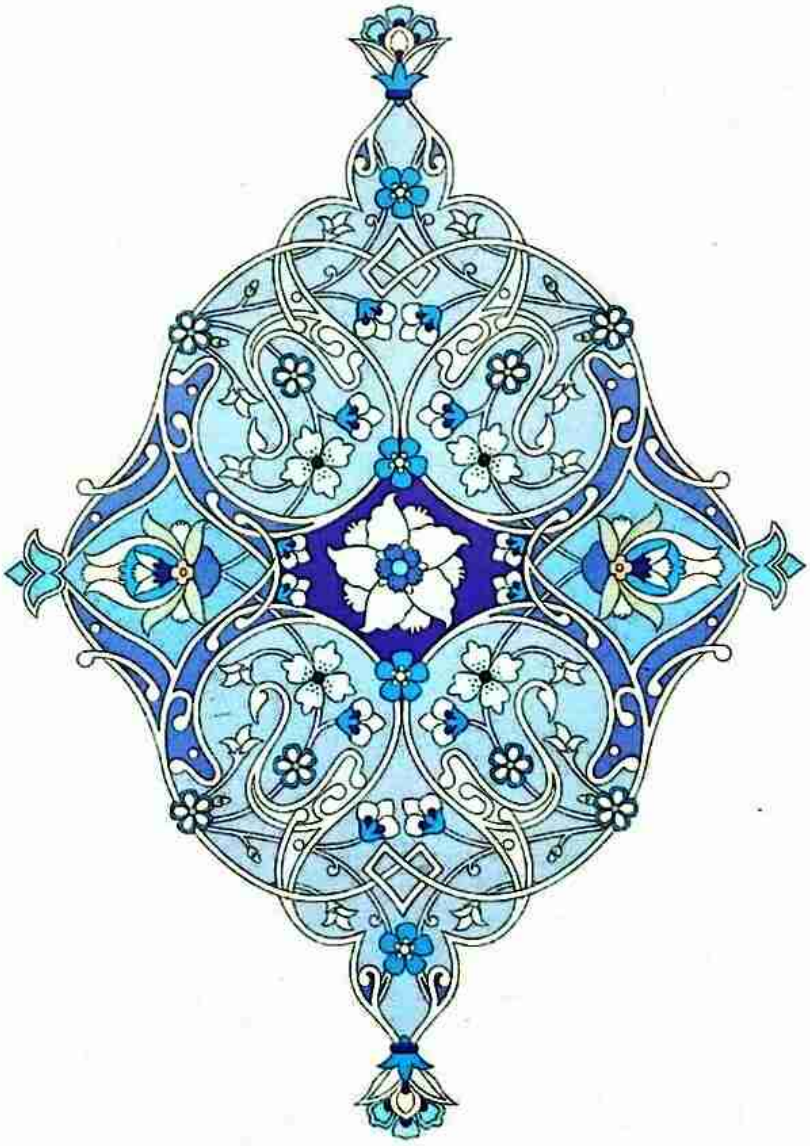

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

সনজরী পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- **ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম বুখারী**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **ইমাম আবূ হানিফা আহলে বায়ত থেকে হাদীস গ্রহণ**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **তাসাউফের আসল রূপ**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **এশ্‌কে রাসূল** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **ইসলাম ও নারী**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাসনাঈনে কারীমের পদমর্যাদা**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **কিতাবুত তাওহীদ (১ম খন্ড)**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **কিতাবুত তাওহীদ (২য় খন্ড)**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **ইসলামী দর্শনে জীবন**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাদীসের আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **সূফীদের পথচলার কার্যপদ্ধতি**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **মা'মূলাতে মীলাদ**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **রোজার দর্শন ও বিধান**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **নবী আকরাম (দ.) এর নামাযের পদ্ধতি**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **উম্মতের আলোক দিশা (হিদায়াতুল উম্মাহ)**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **খতমে নবুয়্যাত**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **নবীগণের চরিত্র**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হায়াতুন্নাবী (প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন)**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **নেযামে মুস্তাফা**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাদিসের আলোকে প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- **হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা**
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

৪০ হাদিস সিরিজ

اَلْقَوْلُ الْمَقْبُوْلُ فِيْ ذِكْرِ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ

হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

মূল

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ মুজাফ্ফর আহমদ

সম্পাদনায়

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
মূল : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর :
মাওলানা মুহাম্মদ মুজাফ্ফর আহমদ

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রকাশকাল :
২৫ জানুয়ারী ২০১৩, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৪, ১২ মাঘ ১৪১৯

পরিবেশনায় : সন্‌জরী বুক ডিপো

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

Hadith Ar Aloke Sahaba-E Keram Ar Morjada, By: Shaikhul Islam Dr. Mohammad Taherul Kaderi, Translate By: Mowlana Mohammad Muzaffar Ahamad, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 80/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِم
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَـيْنِ وَالثَّقَـلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَـيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَم

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

প্রকাশকের কথা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমার সাহাবাগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাঁদের যে কারো অনুসরণ করবে, হেদায়ত পাবে।' সাহাবাগণ সত্য-ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক। তাঁদের বর্ণনার উপর গোটা দ্বীনের ভিত প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস করা না হলে দ্বীনের ভিত নড়বড়ে হয়ে যাবে। কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবাদের অনর্থক সমালোচনা করে থাকে এবং তাঁদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। অথচ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বার বার তাগাদা দিয়েছেন। সাহাবা-এ কেরামের সঠিক মর্যাদা না জানার কারণেও হয়তো আমাদের অনেকের এ ভুল হয়ে থাকে– যা আমাদের ঈমান-ইসলামের জন্য মারাত্মক ধ্বংসের কারণ। তাই সাহাবা-এ কেরামের সঠিক মর্যাদা ও মহত্ব জনসম্মুখে তুলে ধারার জন্য বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী ৪০ হাদিসের এ সংকলন প্রকাশ করেন।

আশাকরি, এ বিশুদ্ধ ৪০ হাদিসের আলোকে সাহাবা-এ কেরাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে। এ পুস্তক প্রকাশের শুভ মুহূর্তে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সৎকাজের তাওফিক দিন। আমিন॥

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরি পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৬
পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা	০৮
পবিত্র হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা	১৩

ভূমিকা

কুরআন হাকীমের পর আমাদের জন্য হিদায়ত ও সঠিক সরল পথের উৎস হচ্ছে হুযূর সরওয়ারে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বরকতময় সীরাত (জীবনাদর্শ)। যাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা 'উস্ওয়া-এ হাসানা' (সর্বোত্তম আদর্শ) বলে ঘোষণা করেছেন। আর সাহাবা-এ কেরামের পবিত্র সত্তা হচ্ছে ওই উস্ওয়া-এ হাসানার বাস্তব নমূনা। যাঁরা আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং কুরআনের প্রথম সম্বোধিত উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহশীষ সাহচর্য এবং শিক্ষা-দীক্ষার কারণে সাহাবা-এ কেরাম ইসলামের প্রথমসারির দা'ঈ এবং আল্লাহর পথে পাহাড়সম সুদৃঢ় অবস্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা সত্য-দ্বীনের বিজয়ে এবং আল্লাহর কালিমার বুলন্দীর জন্য এমন বেনজীর কুরবানী দিয়েছেন যে, তাঁদের একক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা কিয়ামত পর্যন্তের মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

সাহাবা-এ কেরামের স্বভাব-চরিত্র ও রীতি-নীতি সত্য রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ এবং উস্ওয়া-এ হাসানার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এ জন্য হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আমার সাহাবাগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য, তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে সৎপথ পাবে। আমার সাহাবাগণের মতানৈক্যও তোমাদের জন্য রহমত।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য এক এরশাদ মতে, সাহাবা-এ কেরামের ভালবাসা স্বয়ং রসূলের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁদের বিরোধিতা স্বয়ং রসূলের বিরোধিতার নামান্তর।

মোটকথা, নবুয়্যাতের শুভদৃষ্টি এবং পবিত্র সাহচর্যের কারণে সাহাবা-এ কেরাম শুধু মানবীয় মর্যাদার জীবন্ত ছবিতে পরিণত হয়েছে তা'নয়, বরং তাঁরা চরিত্র মাধুর্যের সুউচ্চ সোপানে আরোহণ করার সাথে সাথে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সদাচরণ, লেনদেনে খোদাভীতি, পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি সৎগুণাবলীর মূর্তপ্রতীকে পরিণত হন। মানব ইতিহাসে তাঁদের মর্যাদা ও কর্মের চিত্র মুসলিম উম্মাহ ধর্মীয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চরিত্র, রাজনীতি, সমরনীতি ও অর্থনীতিসহ জীবনের প্রতিটি সেক্টরে অত্যন্ত গর্বভরে দুনিয়ার সামনে পেশ করতে পারেন।

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী (মু.জি. আ.) কুরআন ও হাদীসের মূল শিক্ষার আলোকে পবিত্র নবী বংশের ভালবাসাকে যেমন ঈমানের জান ও প্রাণ বলে বিশ্বাস করেন, তেমনি তিনি সাহাবা-এ কেরামের ভালবাসাকেও ওই ঈমানের অবিচ্ছেদ অংশ বলে জানেন ও মানেন। আলোচ্য এ 'আরবা'ঈন (চল্লিশ হাদীস সিরিজ) এ-ও সাহাবা-এ কেরামের মর্যাদা ও মহত্ত্ব এবং তাঁদের সুন্দরতম স্মরণের উপর নির্ভরযোগ্য হাদীসের একটি চয়নিকা সংকলন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, এটাকে তাঁর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবার মর্যাদা দান করুন। আমীন! বিজাহি সায়্যিদিন মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ।

হাফিয যহীর আহমদ আল ইসনাদী
রিসার্চ স্কলার, ফরীদ-এ মিল্লাত রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

١. هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

১. আল্লাহ্ বলবেন, ইহা সেই দিন (যেদিন) সত্যবাদী লোকদেরকে তাদের সত্যতা উপকার দেবে। তাদের জন্যে জান্নাতসমূহ রয়েছে। যার নিছে নহরসমূহ প্রবহমান আছে। তাঁরা সেখানে সর্বদা থাকবেন। আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, ইহা (খোদায়ী সন্তুষ্টি) সবচেয়ে বড় সফলতা।[১]

٢. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

২. এবং যে সব লোক ঈমান এনেছেন, তাঁরা হিজরত করেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করেছেন এবং যেসব লোক (আল্লাহর পথে ঘরবাড়ী এবং জন্মভূমি উৎসর্গকারীদেরকে) স্থান দান করেছেন এবং (তাঁদেরকে) সাহায্য করেছেন, সেসব লোক প্রকৃতপক্ষে সাচ্ছা মুসলমান, তাঁদেরই জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানের রুজি।[২]

٣. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

৩. মুহাজেরগণ এবং (তাঁদের) সাহায্যকারী (আনছার) দের মধ্য থেকে অগ্রগামীগণ এবং সর্বাগ্রে ঈমান আনয়নকারীগণ আর এহছানের পদমর্যাদার সাথে তাঁদের অনুসারীগণ আল্লাহ্ তাঁদের (সকলের) পক্ষ থেকে রাজী আছেন এবং তাঁরা (সকলেই) তাঁর পক্ষ থেকে রাজী হয়ে গেল এবং তিনি তাঁদের জন্য জান্নাত তৈরি কর রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান রয়েছে। তাঁরা সর্বদা সেখানে থাকবেন, ইহাই বড় সফলতা।[৩]

---

১. আল মায়েদা, ৫:১১৯;
২. আল-আনফাল, ৮:৭৪;
৩. সূরা তাওবা, ৯:১০০;

٤. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ○ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○

৪. নিঃসন্দেহে যেসব লোকের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে গেল তাদেরকে উহা (জাহান্নাম) থেকে দুরে রাখা হবে। তারা উহার পদধ্বনিও শুনবে না এবং তারা সে সব (নে'মত) এর মধ্যে সর্বদা থাকবেন, যেগুলোকে তাদের প্রাণ খুঁজবে। (ক্বেয়ামত দিবসের) সবচেয়ে বড় ভীতিও তাদেরকে অস্বস্তিকর করবেনা। এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে (এবং বলবে) ইহা তোমাদের (ই) দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।[৪]

٥. لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا○

৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে রাজী হলেন যখন তারা (হুদায়বিয়ায়) বৃক্ষের নিছে আপনার নিকট বায়আ'ত করছিলেন, তখন যা (সত্য ও অঙ্গীকারের আকর্ষণ) তাদের হৃদয়ে ছিল আল্লাহ্ জেনে নিলেন। তখন আল্লাহ তাদের (হৃদয়ে) বিশেষ প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে অতিসত্বর বিজয় (খায়বার)-এর পুরস্কার দান করলেন।[৫]

٦. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

৬. মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল, এবং যে-সব লোক তাঁর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে আছেন (তাঁরা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অনেক শক্ত ও শক্তিশালী, পরস্পরের মধ্যে খুবই দয়াবান। তিনি তাদেরকে রুকু ও সেজ্‌দা করা অবস্থায় দেখেন। তাঁরা (শুধু) আল্লাহ্‌র

---

৪. আল-আম্বিয়া, ২১:১০১-১০৩;
৫. আল-ফাতহ্, ৪৮:১৮;

অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি-প্রার্থী। তাঁদের চিহ্ন তাঁদের চেহারার উপর সেজদার প্রভাব রয়েছে (যা নূরের আকৃতিতে দৃশ্যমান)। তাদের এই গুণাবলী তৌরাতে(ও উল্লেখ) রয়েছে এবং তাদের (এই) গুণাবলী ইঞ্জিলে(ও লিখিত) রয়েছে। তারা (সাহাবায়ে কেরাম আমার সম্মানিত মাহবুবের) ক্ষেতের ন্যায়। যিনি (সবার আগে) নিজ অংকুরকে বের করলেন তারপর উহাকে শক্তিশালী ও মজবূত করলেন। তারপর উহা মোটা-তাজা হয়ে গেল। তারপর নিজ মূলের উপর সোজা দাঁড়িয়ে গেল (এবং যখন সবুজ ও তরুতাজা হয়ে হেলতে-দুলতে লাগল তখন) চাষীদের কেমন ভাল লাগল। (আল্লাহ্ নিজ হাবিব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে এরূপে ঈমানের শেকড়বিশিষ্ট বৃক্ষ বানালেন) যাতে তাঁদের দ্বারা তিনি (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বারা জ্বলন্ত) কাফিরদের অন্তর জ্বালিয়ে দেয়। যারা ঈমান এনেছেন এবং ভাল আমল করতে থাকেন সেসব লোকের জন্য মাগফিরাত ও বড় প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।[৬]

٧. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

৭. তোমাদের কি হয়েছে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করছনা অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলসমূহের সকল মালিকানা আল্লাহ্‌রই জন্য। (তোমরা তো শুধু সে মালিকের প্রতিনিধি) তোমাদের মধ্য থেকে যে-সব লোক (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্‌র পথে নিজ ধন) ব্যয় করেছে এবং (নিজেদের প্রতিরক্ষায়) জেহাদ করেছে তাঁরা (এবং তোমরা) বরাবর হতে পারেন না, তাঁরা সেসব লোক অপেক্ষা মর্যাদায় বহু উচুঁ যারা পরে ধন ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে। অথচ আল্লাহ আখেরাতের কল্যাণ (অর্থাৎ জান্নাত) এর প্রতিশ্রুতি সবার জন্যে দিয়েছেন। এবং আল্লাহ্ তোমরা যা কিছু করছ, সে বিষয়ে খুবই ওয়াক্বিফহাল।[৭]

٨. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ

[৬]. আল ফাতাহ, ৪৭:২৯;
[৭]. আল-হাদীদ, ৫৭:১০;

بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৮. আপনি সে সব লোকদেরকে– যারা আল্লাহর উপর এবং আখিরাতদিবসের উপর ঈমান রাখেন– কখনো ওসব লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পাবেন না, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা (এবং দাদা) হয় অথবা পুত্র (এবং পৌত্র) হয় অথবা তাদের ভাই হয় অথবা তাদের নিকটতম আত্মীয় হয়। এরা সে সব লোক যাদের অন্তরে তিনি (আল্লাহ্) ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজ রূহ (অর্থাৎ বিশেষ অনুগ্রহ) দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। এবং তাঁদেরকে (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান আছে। তারা সেখানে সর্বদা থাকবেন। আল্লাহ তাদের সাথে রাজী হয়েছেন এবং তাঁরও আল্লাহর উপর রাজী হয়েছেন। ওরা আল্লাহ্ (ওয়ালাদের) দল। স্মরণ রাখুন নিঃসন্দেহে আল্লাহ (ওয়ালাদের) দলই কামিয়াব হন।[৮]

٩. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৯. (এসম্পদ সে আনসারদের জন্যও) যারা তাদের (মুহাজেরগণের) পূর্বেই শহর (মদীনা) এবং ঈমানকে ঘর বানিয়ে নিয়েছেন। এরা সেসব লোকদের সাথে ভালবাসা পোষণ করেন যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসছেন এবং এরা নিজ অন্তরে উহার (সম্পদের) কোন আকাঙ্ক্ষা (বা সংকীর্ণতা) পোষণ করেন না যা তাদেরকে (মুহাজেরগণ)কে দেয়া হয় এবং নিজ প্রাণের উর্ধ্বে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও তাদের নিজেদের তীব্র প্রয়োজনীয়তাও থাকে এবং যে লোক নিজ মনের কার্পণ্য থেকে নিজেকে বাচিয়ে নিলেন তারাই সফল।[৯]

١٠. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ·

[৮]. আল-মুজাদালা, ৫৮:২২;
[৯]. আল হাশর, ৫৯:৯;

১০. তাদের প্রতিদান নিজ রবের নিকট স্থায়ী বসবাসের বাগানসমূহ, যার নিচে নহরসমূহ প্রবহমান রয়েছে। তারা সেখানে সর্বদা থাকবেন, আল্লাহ তাদের উপর রাজী হলেন, তারাও তাঁর উপর রাজী হলেন। ইহা (স্থান) সে ব্যক্তির জন্য যিনি নিজ রবকে ভয় করেন।[১০]

[১০]. আল-বায়্যিনা, ৯৮:৮;

পবিত্র হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

॥১॥

١. عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত এমরান ইবনু হোছাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার শ্রেষ্ঠতম উম্মত হল আমার সময়কালের তারপর তাঁদের সময়কালের পরবর্তীকালের লোক, তারপর তাঁদের সময়কালের, পরবর্তীকালের লোক। হযরত এমরান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, আমার স্মরণ নাই যে, তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সময়কালের পর দুই সময়কালের উল্লেখ করেছেন বা তিন সময়কালের। (বর্ণনাকারী বললেন) অতঃপর তোমাদের পর এমন গোষ্ঠি আগমন করবে যে, তারা সাক্ষ্য দান করবে, অথচ তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবেনা। তারা খেয়ানত করবে, তাদের প্রতি আস্থা রাখা যাবেনা। তারা মানত করবে কিন্তু তা তারা পূর্ণ করবে না। তাদের মধ্যে মোটা দেহ বিশিষ্ট প্রকাশ পাবে।[১১] –এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥২॥

٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[১১]. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবাহ, باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ , ৩/১৩৩৫, হাদীস নং ৩৪৫০;
২.মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবাহ, باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ৪/১৯৬৪, হাদীস নং ৫২৩৫;

হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে জানতে চাওয়া হল (এয়া রাসূলাল্লাহ!) কোন লোক উত্তম? তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সময়কালের লোক, তারপর তাঁদের পরবর্তীগণ। তারপর তাঁদের পরবর্তীগণ। তারপর এমন গোষ্ঠি আগমন করবে তাদের শপথের আগে তাদের সাক্ষ্য এবং তাদের সাক্ষ্যের আগে আগে শপথ করে বেড়াবে।[১২] –এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥৩॥

٣. عَنْ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ،ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ: هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ اصَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের নিকট এমন এক যুগ আসবে যখন লোকদের একটি বড় দল জেহাদ করবে, তখন তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য পেয়েছেন? তখন তারা বলবেন, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে (সে সাহাবীগণের বরকতের দরুন) বিজয় দেয়া হবে। অতঃপর লোকদের নিকট এমন এক দল জেহাদ করবেন, তখন তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাহচর্য

[১২]. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নাযুর,
باب: اذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله , ২/২৪৫২, হাদীস নং ৬২৮২;
২.মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলুস সাহাবাত,
باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم هم الذين يلونهم, ৪/১৯৬৪, হাদীস নং ২৫৩৩;

পেয়েছেন? তখন তারা বলবেন, হ্যাঁ। তখন তাদের (সে তাবেয়ী'গণের বরকতের দরুন) বিজয় দিয়ে দেয়া হবে। তারপর লোকদের নিকট এমন এক যুগ আসবে যে, একটি বড়দল জেহাদ করবেন, তখন তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের সাহচর্য লাভকারী (অর্থাৎ তাবেয়ীগণের) সাহচর্য পেয়েছেন? তখন তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ। তখন তাঁদেরকে (সে তব্য়ে' তাবেয়ীন এর বরকতের দরুন) বিজয় দিয়ে দেয়া হবে।[১৩] –এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥৪॥

٤. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَغْزُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ "

হযরত আবু সাঈদ (খুদরী) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের নিকট এমন এক যুগ আসবে যে, তারা যুদ্ধ করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও কি আছেন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাঙ্গ পেয়েছেন? তখন তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ। তখন (ঐ সাহাবাদের বরকতের দরুন) তাঁদেরকে বিজয় দিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাঁরা জেহাদ করবেন, তখন তাঁদের কে বলা হবে তোমাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের সাহচর্য পেয়েছেন? তখন তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ। তখন তাঁদেরকে (তাবেয়ীনদের বরকতের দরুন) বিজয় দিয়ে দেয়া হবে।[১৪] –এ হাদিস কে ইমাম বুখারী, ইবনু হিব্বান এবং হুমায়দী বর্ণনা করেছেন।

[১৩]. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবাহ, باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ , ৩/১৩৩৫,
হাদীস নং ৩৪৪৯;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবাহ,
باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ৪/১৯৬৪, হাদীস নং ২৫৩৩;
[১৪]. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবুল মানাকেব, باب: علامات النبوة في الاسلام , ৩/১৩১৬, হাদীস নং ৩৩৯৯;
২. ইবনে হিব্বান: আস সহীহ, ১১/৮৬, হাদীস নং ৪৭৬৭;

وفى رواية: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْرُجُ الْجَيْشُ مِنْ جُيُوشِهِمْ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ صَحِبَ مُحَمَّدًا فَتَسْتَنْصِرُونَ بِهِ فَتُنْصَرُوا؟ ثُمَّ يُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مُحَمَّدًا؟ فَيُقَالُ: لَا. فَمَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ؟ فَيُقَالُ: لَا. فَيُقَالُ: مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ؟ فَلَوْ سَمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ. وفى روايه زاد: ثُمَّ يَبْقَى قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَدْرُونَ مَا هُوَ " رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى وَابْنُ حُمَيْدٍ: وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى مِنْ طَرِيْقَيْنِ وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيْحِ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَهذَا الا سْنَادُ صَحِيْحٌ.

এক বর্ণনায় হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয় লোকদের নিকট এমন এক যুগ আসবে যে, তাদের সেনাদলের মধ্য থেকে একটি সেনাদল জেহাদের জন্য বের হবেন তখন বলা হবে, তোমাদের মধ্যে কি হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী আছেন? যার ওয়াসিলায় তোমরা (শত্রুদের মোকাবেলায়) সাহায্য তলব করবে এবং সফলতা অর্জন করবে। তারপর বলা হবে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আছেন কি? বলা হবে, না। তারপর বলা হবে? এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি তার সাহাবীদের সাহচর্য পেয়েছেন (অর্থাৎ তাবিই) বলা হবে, না। তারপর বলা হবে, এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি তাঁর সাহাবাদের সাহচর্যপ্রাপ্তদের (ত্বয়ে তাবেয়ীন'এর) সাক্ষাৎ পেয়েছেন? বলা হবে, না। এবং যদি তারা এ সম্পর্কে সমুদ্রের ঐ পার থেকেও শুনতেন নিশ্চয় তাঁর পাশে চলে আসতেন।[১৫]

অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দগুলোর বৃদ্ধি রয়েছে: অতঃপর এমন গোষ্ঠি অবশিষ্ট থেকে যাবে যারা কুরআন শরীফ পড়বে (কিন্তু ইহা) জানবেনা যে, উহা কি? (অর্থাৎ উহার প্রকৃত ভাবার্থ মর্মার্থ বুঝাবে না)।

৩. আল হুমায়দী: আল মুসনাদ, ২/৩২৮, হাদীস নং ৭৪৩;

[১৫]. ১. আবূ ইয়ালা: আল মুসনাদ, ৪/১৩২,২০০, হাদীস নং ২১৮২,২৩০৬;

২. আবদ বিন হুমায়দ: আল মুসনাদ, ১/৩১৩, হাদীস নং ১০২১০;

৩. আসকালানী: আল মাতলিবুল আলীয়াহ, ১৭/৭৯, হাদীস নং ৪১৬৫,

৪. হায়সমী: মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/১৮;

ইহাকে ইমাম আবূ ইয়ালা এবং ইবনু হুমায়দ বর্ননা করেছেন। ইমাম হাইছামী বললেন, ইমাম আবূ ইয়ালা ইহাকে দু'ভাবে কর্ণনা করেছেন এবং এ দুয়ের বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদিসের বর্ণনাকারী হন এবং ইমাম আসক্বালানীও বললেন, এ সনদ সহীহ।

॥৫॥

٥. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ.

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সাহাবাদেরকে মন্দ বলিওনা। যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে দাও তবুও তাঁদের কোন একজনের সের বা তার অর্ধেক বরাবর পৌঁছতে পারবে না।[১৬]

–এ হাদিস ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

॥৬॥

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা, আমার সাহাবীদের গালি দিওনা। সে সত্তার শপথ, যার কুদরতের ক্বজায় আমর জান! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে দাও তবুও

[১৬]. ১. বুখারী: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবাহ,
باب: قول النبي ﷺ لو كنت متخذا خليلا , ৩/১৩৪৩, হাদীস নং ৩৪৭০;

২. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবু মানাকিব, (٥٩) :باب, ৫/৬৯৫, হাদীস নং ৩৮৬১;

৩. আবূ দাউদ: আস সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ , ৪/২১৪, হাদীস নং ৪৬৫৮;

তাঁদের কোন একজনের সেরা বা তার অর্ধেক বরাবর পৌঁছতে পারবে না।[১৭] –এ হাদিসকে ইমাম মুসলিম, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

॥৭॥

٧. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই মুসলামানকে জাহান্নামের আগুনে কখনো স্পর্শ করবেনা যিনি আমাকে দেখেছেন অথবা আমার দ্রষ্টাদের (অর্থাৎ আমার সাহাবীদেরকে) দেখেছেন।[১৮]

–এ হাদিস ইমাম তিরমিজী বর্ণনা করেছে এবং ইমাম বুখারী আত্তারিখুল কবীরে বর্ণনা করেছেন আর ইমাম তিরমিজী বললেন, এ হাদিস হাসান ও গরীব।

وفى رواية: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، طُوبَى لِمَنْ رَآكَ ، وَآمَنَ بِكَ ، قَالَ : طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، ثُمَّ طُوبَى ، ثُمَّ طُوبَى ، ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَمَا طُوبَى ؟ قَالَ : شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِئَةِ عَامٍ ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ يَعْلى وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ : هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

---

[১৭]. ১.মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবাহ, باب: تحريم سبّ الصحابة, ৪/১৯৬৭, হাদীস নং ২৫৪০;
২. নাসাঈ: আস সুনানুল কুবরা, ৫/৮৪, হাদীস নং ৮৩০৯;
৩. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, আল মুকাদ্দামাত, باب: فضل اهل بدر, ১/৫৮, হাদীস নং ১৬১;

[১৮]. ১. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: ما جاء في فضل من رأى النبي ﷺ, ৫/৬৯৪, হাদীস নং ৩৮৫৮;
২. বুখারী: আত তারিখুল কবীর, ৪/৩৪৭, হাদীস নং ৩০৮২;
৩. কাযভীনি: আত তাদবীন ফি আখবারে কাযভীন, ২/২৬৫,
৪. দায়লামী: মুসনাদুল ফিরদাওস, ৫/১১৬, হাদীস নং ৭৬৫৯;

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আবেদন করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরই জন্য মোবারকবাদ, যিনি আপনাকে দেখলেন এবং আপনার উপর ঈমান আনলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, (হ্যাঁ নিশ্চয়) মোবারকবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যিনি আমাকে দেখলেন এবং আমার উপর ঈমান আনলেন, তারপর মোবারকবাদ তারপর মোবারকবাদ, তারপর মোবাকবাদ তাঁরই জন্য যে আমার উপর ঈমান আনল এবং সে আমাকে দেখে নি। এক ব্যক্তি আবেদন করলেন (এয়া রাসূলাল্লাহ! সেই) তুবা (মোবাকবাদ) কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তুবা) জান্নাতের একটি বৃক্ষ যেটা এক শতাব্দীকালের দূরত্ব পরিমাণ পর্যন্ত ছড়িয়েছে, জান্নাতবাসীদের কাপড় উহার (ফলের) ছালের তৈরি হবে।[১৯]

–এ হাদিস ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা এবং ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন। ইমাম আসক্বালানী বলেন, এ হাদিস হাসান।

॥৮॥

٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلصَّحابَةِ، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي» ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ: وَلِمَنْ رَأَى؟ قَالَ: «مَنْ رَأَى مَنْ رَآهُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ و أَبُوْ نُعَيْمٍ. وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ. وَقَالَ الْمُتَّقِي الْهِنْدِيُّ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

হযরত সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার আল্লাহ! আমার সাহাবাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন যারা তাদেরকে দেখেছেন, যাঁরা আমাকে দেখেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর এই ফরমান 'ওয়া লিমান রাআ' (আর যিনি দেখলেন) এর মর্মার্থ কি? তখন তিনি

---

[১৯]. ১. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৩/৭১, হাদীস নং ১১৬৯১;
২. আবূ ইয়ালা: আল মুসনাদ, ২/৫১৯,
৩. ইবনে হিব্বান: আস সহীহ, ১৬/২১৩, হাদীস নং ৭২৩০;
৪. খতিব বাগদাদী: আত তারিখ, ৪/৯০, হাদীস নং ১৭৩৩,
৫. আসকালী: আল আমালিউল মুতলাকা, ৪৭: হায়সমী: মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/৬৭;

উত্তর দিলেন, উহার মর্মার্থ সেইসব লোক, যাঁরা ঐ লোকদের দেখেছেন যাঁরা তাঁদের (অর্থাৎ সাহাবাদের) কে,দেখেছেন।[২০]

এ হাদিস ইমাম তাবরানী, ইবনু হিব্বান এবং ইমাম আবূ নাঈম বর্ণনা করেছেন। ইমাম হায়ছামী বললেন, ইহার বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদিসের বর্ণনাকারী। এবং মুত্তাকী হিন্দীও বললেন, ইহার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

॥৯॥

٩. عَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى.

হযরত আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাকারাজি আকাশের জন্যে হেফাজত স্বরূপ। যখন তারাকারাজি খতম হয়ে যাবে, তখন যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে উহা (অর্থাৎ ক্বেয়ামত) আকাশের উপর এসে যাবে। এবং আমি নিজ সাহাবাদের জন্যে ঢাল স্বরূপ। আমি যখন চলে যাব তখন আমার সাহাবাহদের উপরও এমন সময় আসবে যার প্রতিশ্রুতি তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং আমার সাহাবা আমার উম্মতের জন্য হেফাজত স্বরূপ, আর যখন আমার সাহাবা চলে যাবেন তখন আমার উম্মতের উপর এমন সময় আসবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে।[২১]

–এ হাদিস ইমাম মুসলিম, আহমদ এবং আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন।

---

[২০]. ১. তাবরানী: আল মু'জামুল কবীর, ৬/১৬৬, হাদীস নং ৫৮৭৪:
২. ইবনে হিব্বান: আস সিকাত, ৭/১৩৫, হাদীস নং ৯৩৪৫;
৩. আবূ নাঈম: হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/২৫৪;
৪. আদ দুলাভী: আল কুনা ওয়াল আসমা, ৩/১১৯৪, হাদীস নং ২০৯৮;
৫. হায়সমী: মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২০;
৬. হিনদী: কাযুল উম্মাল, ১১/২৪৩; হাদীস নং ৩২৪৯০;

[২১]. ১. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা,
باب: بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه امان للأمة , ৪/১৯৬১, হাদীস নং ২৫৩১;
২ আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৪/৩৯৮; আবূ ইয়ালা: আল মুসনাদ, ১৩/২৬০, হাদীস নং ৭২৭৬;

وفى رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وَأَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي، وَأَصْحَابِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي»

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ : وَ إِسْنَادُه جَيِّدٌ . وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ . قُلْتُ: رِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ لكِنَّهُمْ قَالُوْا : لَمْ يَسْمَعْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا أَخَذَ التَّفْسِيْرَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْهُ . قُلْتُ: بَعْدُ أَنْ عَرَفْتُ الْوَاسِطَةَ وَهِي مَعْرُوْفَةٌ بِالثِّقَةِ حَصَلَ الْوُثُوْقُ بِه .

এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ মোবারক শির আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, তারাকারাজি আকাশবাসীদের জন্যে নিরাপত্তার (কারণ) এবং আমি আপন সাহাবাদের জন্যে নিরাপত্তার (কারণ) আর আমার সাহাবা আমার উম্মতের জন্যে নিরাপত্তার (কারণ)

ইহাকে ইমাম ত্বাবরানী বর্ণনা করেছেন। ইমাম হায়সমী বললেন, ইহার সনদ মজবুত। ইমাম আসকালানী বললেন, আমি বলছি যে, ইহার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু লোকেরা বলেন যে, আলী ইবনু আবি ত্বালহা হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সরাসরি শ্রবণ করেন নি। যখন তিনি (হযরত ইবন আব্বাসের ছাত্র) হযরত মুজাহিদ থেকে এলমে তাফসীর অধ্যয়ন করেছে এবং সাঈদ ইবনু জুবায়র তাঁর (মুজাহিদ) থেকে তাফসীর অধ্যয়ন করেছেন। আমি (ইবনু হাজার আসক্বালানী) বলছি, যখন আমাদের মধ্যবর্ত্তী মাধ্যমের পরিচিত ঘটেছে এবং সে মাধ্যমও নির্ভরযোগ্য তখন উহার দ্বারা সে বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতাও প্রমাণিত হয়ে যায়।[২২]

وفي رواية : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِه لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ

---

[২২]. ১. তাবরানী : আল মু'জামুল আওসত, ৭/৬, হাদীস নং ৬৬৮৭;
২. হায়সমী: মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/১৭,
৩.আসকালানী : আল আমালিয়ুল মুতলাকা, ৬২;

فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّتِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ ، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ و الْقُضَاعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْخَطِيْبُ.

এক বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে যখনই কিতাবুল্লাহর আদেশ দেয়া হবে তখনই ইহার উপর আমল করা আবশ্যক। ইহার উপর আমল না করার কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি উহা (মাস্আলা) কিতাবুল্লাহ্তে না থাকে তখন আমার সুন্নাতে তালাশ কর। যদি আমার সুন্নাতেও না পাও তখন (সে মাসআলার সমাধান) আমার সাহাবাদের কথা মোতাবেক (তালাশ) কর। নিঃসন্দেহে আমার সাহাবাদের দৃষ্টান্ত আকাশের তারাকারাজির ন্যায়। তাঁদের মধ্য থেকে যারই হেফাজতে থাক না কেন হেদায়তপ্রাপ্ত হবে এবং আমার সাহাবাদের মতভেদও তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।[২৩]

এ হাদিস ইমাম রায়হাক্বী, কুযায়ী, ইবনু আবদিল বার এবং খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেছেন।

॥১০॥

١٠. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلاَّ بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَتَمَّامُ الرَّازِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ.

হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সাহাবাদের মধ্য থেকে যে সাহাবী কোন ভূখণ্ডে ওফাত বরণ করবেন ক্বেয়ামতের দিন তিনি এতদঞ্চলের লোকদের জন্য নেতা, পথপ্রদর্শক ও আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবেন।[২৪]

---

২৩. ১. বায়হাকী : আল মাদখাল আলাস সুনানিল কুবরা, ১/১৬২, হাদীস নং ১৫২:
২. আল কুযায়ী: মুসনাদুশ শিহাব, ২/২৭৫, হাদীস নং ১৩৪৬;
৩. ইবনে আবদুল বার : আত তামহিদ, ৪/২৬৩;
৪. খতিবে বাগদাদী : আল কিফায়া ফি ইলমির রাওয়াইয়াহ্, ১/৪৮;
৫. দায়লমী: মুসনাদুল ফিরদাওস, ৪/১৬০, হাদীস নং ৬৪৯৭;

২৪. ১.তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: فيمن سبّ أصحاب النبي ﷺ, ৫/৬৯৭, হাদীস নং ৩৮৬৫;

এ হাদিস ইমাম তিরমিযী, তাম্মাম রাজী, ইবনু আবদিল বার এবং খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেছেন।

॥১১॥

١١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللهَ اَللهَ فِي أَصْحَابِي، لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ الرَّوْيَانِيُّ وَالْبُخَارِ فِي الْكَبِيْرِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সাহাবাদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার পরে তাঁদেরকে নিজ সমালোচনার চিহ্ন বানাইওনা, কেননা যিনি তাঁদেরকে ভালবাসবেন, তিনি আমার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসবেন এবং যিনি তাঁদের সাথে ক্লেশ রাখলেন, তিনি আমার কারণে তাঁদের সাথে ক্লেশ রাখলেন এবং যিনি তাঁদেরকে কষ্ট দিলেন, তিনি আমাকেই কষ্ট দিলেন আর যে আমাকে কষ্ট দিল (সে যেন) আল্লাহ্কে কষ্ট দিল, এবং যে আল্লাহ্কে কষ্ট দিল অতিসত্তর (আল্লাহ তা'আলা) তাকে পাকড়াও করবেন।[২৫]

এ হাদিস ইমাম তিরমিযী, আহমদ রাওইয়ানী এবং ইমাম বুখারী আত্তারিখুল কবীর-এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদিস হাসান ও গরীব।

---

২. তাম্মাম রাযী: আল ফাওয়াঈদ, ১/১০৭, হাদীস নং ২৫১;
৩. ইবনে আবদুল বার : আল ইসতিআ'ব, ১/১৮৬;
৪. খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১/১২৮;
৫. দায়লমী: আল মুসনাদুল ফিরদাওস, ৩/৫০৬, হাদীস নং ৫৫৬৮,
৬. ইবনে আসাকীর: তারিখু মদিনাতা দামেশক, ২/৪১৬;

২৫.১. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: في من سبّ أصحاب النبي ﷺ, ৫/৬৯৬, হাদীস নং ৩৮৬২;
২. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৪/৮৭, হাদীস নং ১৬৮৪৯;
৩. রাওয়ানী : আল মুসনাদ, ২/৯২, হাদীস নং ৮৮২,
৪. বুখারী : তারিখে বাগদাদ, ৫/১৩১, হাদীস নং ৩৮৯;
৫ আবূ নঈম : হিলয়াতিল আওলিয়া, ৮/২৮৭;

॥১২॥

١٢ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ. وفي رواية: فَالْعَنُوهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ الطَّبَرَانِيُّ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা সেই লোকদেরকে দেখবে যারা আমার সাহাবায়ে কেরামকে ভালমন্দ বলছে, তখন তোমরা বল, তোমাদের উপর আল্লাহর আভিসম্পাত হোক তোমাদের মন্দের দরুন। এক বর্ণনায় আছে, তাদেরকে লা'নত (ভর্ৎসনা) করিও।[২৬]

–এ হাদিস ইমাম তিরমিজী, আহমদ, এবং ত্বাবরানী বর্ণনা করেছেন।

وفي رواية : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَإِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ، وَلا تُنَاكِحُوهُمْ، وَلا تُوَارِثُوهُمْ، وَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَلا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ "

رَوَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَالْمِزِّيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ الْخَلَّالِ نَحْوُهُ فِي السُّنَّةِ.

অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সাহাবাদেরকে গালি দিওনা। শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যারা আমার সাহাবাদেরকে ভালমন্দ বলবে, এমতাবস্থায় (এসব লোক) যদি মারা যায় তাদের জানাযায় অংশ গ্রহণ করিওনা এবং তাদের সাথে বিবাহশাদী (ইত্যাদির কারবার) করিওনা। তাদের ওয়ারিশ বানাইওনা, তাদেরকে সালাম দেবেনা এবং তাদের দোয়া (মাগফিরাত)ও করবে না।[২৭]

---

[২৬]. ১. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: ما جاء في فضل من رأى النبي ﷺ, ৫/৬৯৭, হাদীস নং ৩৮৬৬;
২. আহমদ বিন হাম্বল: ফাদায়েলুস সাহবা, ১/৩৯৭, হাদীস নং ৬০৬,
৩. তাবরানী: আল মু'জামুল আওসাত, ৮/১৯০-১৯১, হাদীস নং ৮৩৬৬;

[২৭].১. খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ৮/১৪৩, হাদীস নং ৪২৪০;

এ হাদিস খতীব বাগদাদী, মিযযী, ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন। ইবনুল খাল্লাল 'আচ্ছুন্নাহ'য় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

॥১৩॥

١٣ . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ»

وفي رواية : أَلَا أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .....الحديث.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : هذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ الْمَقْدِسِيُّ. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জাবিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে সম্বোধন করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে এরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন যেরূপে আমি তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান আছি এবং বললেন, আমার সাহাবাদের খেয়াল রাখ, তারপর যাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোক (তাবেয়ীন), তারপর যাঁরা তাঁদের পরবর্তী লোক (তবয়ে তাবেয়ীন) তাঁদের প্রতিও খেয়াল রাখ। তারপর মিথ্যা ব্যাপকতা লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি আপনা আপনি সাক্ষ্য দেবে অথচ তার থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। এবং সে শপথ করবে অথচ তাকে শপথ করতে বলা হবেনা।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, বললেন, খবরদার! আমার সাহাবাদের সাথে সদব্যবহার কর। অতঃপর তাঁদের (সাহাবা) পরবর্তী যাঁরা আগমন করবেন। –আল হাদিস।[২৮]

---

২. মিয্যী : তাহযিবুল কামাল, ৬/৪৯৯,
৩. ইবনে আসাকির: তারিখে মদিনাতু দামেস্ক, ১৪/৩৪৪,
৪. ইবনে খাল্লাল : আস সুন্নাহ্, ২/৪৮৩, হাদীস নং ৭৬৯;

[২৮]. ১. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, কিতাবুল আহকাম, باب: كراهية شهادة لمن لم يستشهد, ২/৭৯১, হাদীস নং ২৩৬৩;
২.নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ৫/৩৮৭, হাদীস নং ৯২১৯;
৩. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ১/২৬, হাদীস নং ১৭৭;

– এ হাদিস ইমাম ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, আহমদ, ইবনু হিব্বান এবং ইবনু আবি আসেম বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম বললেন, এ হাদিসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তসমূহের উপর সহীহ। ইমাম মাক্বদেছীও ইহার সনদকে সহীহ বলেছেন।

॥১৪॥

١٤. عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُلْتَمَسُ أَوْ تُبْتَغَى الضَّالَّةُ ، فَلاَ يُوجَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حُمَيْدٍ.

হযরত আলী ইবনু আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্বেয়ামত সে সময় পর্যন্ত আসবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাহাবাদের মধ্যে থেকে কোন এক ব্যক্তিকে এভাবে তালাশ করা হবে যেভাবে হারানো বস্তুকে তালাশ করা হয়, কিন্তু উহা পাওয়া যায়না। –এ হাদিস ইমাম আহমদ এবং ইবনু হুমায়দ বর্ণনা করেছেন।[২৯]

॥১৫॥

١٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: وَفِيهِ مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ خِلَافٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

৪. ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১০/৪৩৬, হাদীস নং ৪৫৭৬;
৫. ইবনে আবি আ'সেম : আস সুন্নাহ্, ২/৬৩১, হাদীস নং ১৪৮৯;
৬. ইবনে মানদাহ: আল ঈমান, ২/৯৮৩, হাদীস নং ১০৮৭;
৭. বাযযার : আল মুসনাদ, ১/২৬৯, হাদীস নং ১৬৬; হাকেম :
৮. হাকিম: আল মুসতাদরাক, ১/১৯৭-১৯৯, হাদীস নং ৩৮৭-৩৯০,
৯. তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ৩/২০৪, হাদীস নং ২৯২৯,
১০. মুকাদ্দসী : আল আহাদীসুল মুখতারা, ১/১৯১, হাদীস নং ৯৬;

[২৯].১. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ১/৮৯, হাদীস নং ৬৭৫;
২. আবদ বিন হামিদ, আল মুসনাদ, ১/৫২; হাদীস নং ৬৯;
৩. আসকালানী : আল মাতালিবুল আলীয়াহ্, ১৭/৮৪, হাদীস নং ৪১৬৮;

হযরত আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমার সাহাবার আলোচনা করা হয় তখন চুপ হয়ে যাও। আর যখন তারাকারাজির আলোচনা করা হয় তখন চুপ হয়ে যাও আর যখন তাক্বদীর এর আলোচনা করা হয় তখন চুপ হয়ে দাও।[৩০]

এ হাদিস ইমাম ত্বাবরানী, আবু নাঈম, আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনু আবদিল বার বর্ণনা করেছেন। ইমাম হায়ছামী বললেন, ইহার সনদে মুছহির ইবনু আবদিল মালেকও আছেন, যাঁকে ইবনু হিব্বান ইত্যাদি ইমামগণ নির্ভরযোগ্য নির্ধারণ করেছেন। ইহাতে মতভেদ আছে। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদিসের বর্ণনাকারী।

॥১৬॥

١٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَأَصْحَابِي يَقِلُّونَ، فَلاَ تَسُبُّوهُمْ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّهُمْ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلى وَالطَّبَرَانِيُّ وَ أَبُو نُعَيْمٍ.

হযরত জাবের ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আমি হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিঃসন্দেহে লোক অধিক সংখ্যক এবং আমার সাহাবা কম সংখ্যক হন। সেহেতু আমার সাহাবাদেরকে ভালমন্দ বলিওনা এবং ঐ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত হোক যে তাঁদেরকে ভালমন্দ বলে।[৩১]

এ হাদিস ইমাম আবূ ইয়ালা, ত্বাবরানী এবং আবূ নাঈম বর্ণনা করেছেন।

[৩০]. ১. তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ১০/১৯৮, হাদীস নং ১০৪৪৮,
২. আবূ নাঈম : হিলয়াতুল আওলিয়া, ৪/১০৮;
৩. আবদুর রাজ্জাক : আল আমালি ফি আসারীস সাহাবাহ, ৫০, হাদসি নং ৫১;
৪. ইবনে আবদুল বার: আত তামহীদ, ৬/৬৭;
৫. লালকায়ী : এতেকাদু আহলিস সুন্নাত, ১/১২৬, হাদীস নং ২১০;
৬. দায়লমী: মুসনাদুল ফিরদাউস, ১/৩৩৬, হাদীস নং ১৩৩৭;
৭. হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/২০২;

[৩১].১. আবূ ইয়ালা: আল মুসনাদ, ৪/১৩৩, হাদীস নং ২১৮৪;
২. তাবরানী : আল মু'জামুল আওসত, ২/৪৭, হাদীস নং ১২০৩, আদ দো'আ/৫৮১, হাদীস নং ২১০৯;
৩. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৩/৩৫০;
৪. খতিব বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ৩/১৪৯;

وفي رواية : عَنْ عَطَاءٍ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَافِظًا، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

এক বর্ণনায় (তাবেয়ী) হযরত আ'তা ইবনু আবি রাবাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিনি আমার সাহাবাদের বিষয়ে আমাকে স্মরণ করেছেন (অর্থাৎ আমার লেহাজ করেছেন) ক্বেয়ামতের দিন আমি তাঁকে স্মরণ করব এবং যে আমার সাহাবাকে গালি দিল তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক। –এ হাদিস ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।[৩২]

॥১৭॥

١٧. عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

হযরত ওয়াইম ইবনু সায়ে'দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে (নিজ পছন্দনীয় রাসূল) মনোনীত করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি আমার জন্য তাঁদের মধ্য থেকে ওজিরগণ, বৈবাহিক আত্মীয় (জামাতা ও শ্বশুর) এবং আনছার (সাহায্যকারী) বানালেন। সুতরাং যে তাঁদেরকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁর ফেরেশতাদের এবং সমস্ত লোকদের অভিসম্পাত হোক এবং কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা তাদের কোন ফরজ ও নফল ক্ববুল করবেন না।[৩৩]

---

[৩২]. আহমদ বিন হাম্বল : ফাদায়েলুস সাহাবাহ্, ১/৫৪, হাদীস নং ১০;

[৩৩].১. হাকেম : আল মুসতাদরাক, কিতাবু মা'রিফাতিস সাহাবাহ্, যিকরু ওয়াইম ইবনে সা'ঈদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৩/৭৩২, হাদীস নং ৬৬৫৬;
২. ইবনে আবি আ'সেম : আস সুন্নাহ্, ২/৪৮৩, হাদীস নং ১০০০;
৩. আল আহাদ ওয়াল মাসানী, ৩/৩৭০; হাদীস নং ১৭৭২;
৪. তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ১/১৪৪, হাদীস নং ৪৫৬,
৫. আল মু'জামুল কবীর, ১৭/১৪০; হাদীস নং ৩৪৯;

এ হাদিস ইমাম হাকেম, ইবনু আবি আছেম এবং ত্বাবরানী বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম বললেন, এ হাদিসের সনদ সহীহ।

॥১৮॥

١٨. عَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ»

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَ أَحْمَدُ. وَقَالَ الكِنَانِيُّ : هذَا اسْنَادٌ صَحِيْحٌ رِجَالُه ثِقَاتٌ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদেরকে ভালমন্দ বলিওনা। তাঁদের আমলের এক মুহূর্ত তোমাদের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম।[৩৪]

এ হাদিস ইমাম ইবনু মাজা, ইবনু আবি শায়বাহ, ইবনু আবি আছেম এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম কিনানী বললেন, এ সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

॥১৯॥

١٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ.

---

[৩৪]. ১. ইবনে মাজাহ : আস সুনান, মুকাদ্দামা, باب: فضل أهل بدر, ১/৫৭, হাদীস নং ১৬২;
২. ইবনে আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ, ৬/৪০৫, হাদীস নং ৩২৪১৫;
৩. ইবনে আবি আ'সেম : আস সুন্নাহ, ২/৪৮৪, হাদীস নং ১০০২,
৪. আহমদ বিন হাম্বল : ফাদায়েলুস সাহাবা, ১/৫৮, হাদীস নং ১৫,
৫. কেনানী: মিসবাহুয যুজাজাহ্, ১/২৪, হাদীস নং ৫৯;

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ: وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ - وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সকলের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সমস্ত অন্তরের চেয়ে উত্তম অন্তর পেলেন, তখন তাঁকে তিনি বেচে নিলেন (বিশেষভাবে নিলেন) এবং তাঁকে আপন রেসালতের সাথে প্রেরিত করলেন। তারপর হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরকে (শুধু নিজের জন্য) নির্বাচিত করার পর দ্বিতীয়বার মানব-অন্তরসমূহকে দেখলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরামের অন্তরসমূহকে সকল বান্দার অন্তরসমূহ থেকে উত্তম পেলেন, তাঁদেরকে নিজ সম্মানিত নবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ওজির বানিয়ে দিলেন, তাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য জেহাদ করেন। (আর এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন) সেহেতু যে বস্তুকে মুসলমান ভাল জানে, উহা আল্লাহ তা'আলার নিকট ভাল আর যেগুলোকে তারা খারাপ বুঝে উহা আল্লাহ তা'আলার নিকটও খারাপ।[৩৫]

এ হাদিস ইমাম আহমদ, বয্যার ও ত্বাবরানী বর্ণনা করেছেন। ইমাম হায়ছামী বললেন, ইহার বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। ইমাম আসক্বালানী বললেন, এই হাদিস হাসান।

॥২০॥

٢٠. عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ رَاشِدٍ.

[৩৫].১. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ১/৩৭৯, হাদীস নং ৩৬০০;
২. বাযযার : আল মুসনাদ, ৫/২১২, হাদীস নং ১৮১৬,১৭০২,
৩. তাবরানী; আল মু'জামুল আওসত, ৪/৫৮, হাদীস নং ৩৬০২;
৪. আল মু'জামুল কবীর, ৯/১১২,১১৫, হাদীস নং ৮৫৮২,৮৫৯৩;
৫. তায়ালসী : আল মুসনাদ, ১/৩৩, হাদীস নং ২৪৬;
৬. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৩৭৫;
৭. বায়হাকী : আল মাদ্খাল ইলাস সুনানিল কুবরা, ১/১১৪; হাদীস নং ৪৯;
৮. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/১৭৭-১৭৮,
৯. আসকালানী : আল আমালিয়ুল মুতলাকা, ৬৫;

وفى رواية: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي». رَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ.

হযরত ক্বাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে জানতে চাওয়া হয়, সাহাবায়ে কেরামগণ কি হাসতেন? বললেন, হ্যাঁ। এবং ঈমান তাঁদের অন্তরে পাহাড় অপেক্ষা বড় ছিল। এ হাদিসকে ইমাম আবূ নাঈম এবং ইবনু রাশেদ বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

এক বর্ণনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আমার লেহাজ কর, কেননা তাঁরা আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠতম লোক। –এ হাদীস ইমাম কুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

॥২১॥

٢١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: " ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ رَاهْوَيْه.

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলায় এমন অবস্থায় বের হলেন যে, তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একখানা চাদর পরিহিত ছিলেন, যার উপর কাল পশমের হাওদার নকশা বুনন করা ছিল। হযরত হাসান ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আসলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেই চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন, তারপর হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন এবং তাঁর সাথে চাদরে ঢুকে পড়লেন।

[৩৬].১. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৩১১,
২.ইবনে রাশেদ : আল জামি', ১১/৩২৭,৪৫১, হাদীস নং ২০৬৭১,২০৯৭৬;
৩. খতীব তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩/১৩৪৩, হাদীস নং ৪৭৪৯;
৪. আয়নী : উমদাতুল কারী, ২২/১৫০;
৫. কুযায়ী : মুসনাদুশ শিহাব, ১/৪১৮, হাদীস নং ৭২০;

তারপর সৈয়দা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আসলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও চাদরর ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু আসলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন, তখন হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতে মোবারকা পড়লেন, 'হে আহলে বায়ত! আল্লাহ্ তো ইহাই চান যে, তোমাদের থেকে (সর্বপ্রকারের) অপবিত্রতা দূর করে দেয় এবং খুব পবিত্র ও স্বচ্ছ করে দেয়।'[৩৭]

এ হাদিস ইমাম মুসলিম, ইবনু আবি শায়বাহ, আহমদ এবং ইবনু রাহ্ওয়াহ্ বর্ণনা করেছেন।

॥২২॥

عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَ أَحْمَدُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الحَاكِمُ: هذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ .

হযরত এ'রবাজ ইবনু সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের পর আমাদেরকে নিতান্ত ফসাহত ও বলাগতপূর্ণ ওয়াজ করলেন, যা দ্বারা চোখে অশ্রু প্রবাহিত হল এবং হৃদয় কম্পন করতে লাগল। একজন বললেন, ইহা তো বিদায়ী ব্যক্তির ওয়াজতুল্য। এয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কি ওছিয়ত করেন?

---

[৩৭].১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, باب: فضائل أهل بيت النبي ﷺ, ৪/১৮৮৩, হাদীস নং ২৪২৪,
২.ইবনে আবি শায়বাহ; আল মুসান্নাফ, ৬/৩৭০, হাদীস নং ৩৬১০২,
৩.আহমদ বিন হাম্বল, ফাদাইলিস সাহাবা, ২/৬৭২, হাদীস নং ১১৪৯;
৪. ইবনে রাহ্ওয়াহ : আল মুসনাদ, ৩/৬৭৮, হাদীস নং ১২৭১;

তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে পরহেজগারী, শ্রবণ এবং আনুগত্যের ওছিয়ত করছি। যদি তোমাদের হাকিম হাবশী গোলামও হোক না কেন। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতপার্থক্য দেখবে। খবরদার (শরীয়তবিরোধী) নুতন বার্তা থেকে বেচে থাকবে। কেননা ইহা পথভ্রষ্টতার তরিকা। এজন্য তোমাদের মধ্য থেকে যে এ যুগ পাবে তখন সে আমার ও আমার হেদায়তপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নাতকে এখতেয়ার করবে। তোমরা (আমার সুন্নাতকে) দাঁতের দ্বারা মজবুত করে ধরে নেবে (অর্থাৎ ইহার উপর শক্তভাবে কার্যকর থাকবে)।[৩৮]

এ হাদিস ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজী বললেন এ হাদিস হাসান সহীহ। ইমাম হাকেম বললেন, এ হাদিস সহীহ এবং ইহার মধ্যে কোন দোষ নেই।

॥২৩॥

٢٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হেরা পাহাড়ের উপর এসেছিলেন এবং তাঁর সাথে হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ত্বালহা এবং হযরত জুবায়র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ছিলেন, ইতোমধ্যে পাহাড় কেঁপে উঠল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

[৩৮].১. তিরমিযী : আস সুনান, কিতাবুল ইলম, باب: ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع, ৫/৪৪, হাদীস নং ২৬৭৬,
২. আবূ দাউদ: আস সুনান, কিতাবুল সুন্নাত, باب: في لزوم السنة, ৪/২০০, হাদীস নং ৪৬০৭;
৩. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, আল মুকাদ্দামা, باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين, ১/১৫, হাদীস নং ৪৬;
৪. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৪/১২৬, হাদীস নং ১৭১৮৪;
৫. ইবনে হিব্বান: আস সহীহ, ১/১৭৮, হাদীস নং ৫;
৬ হাকেম: আল মুসতাদরাক, ১/১৭৪, হাদীস নং ৩২৯;
৭. তাবরানী: আল মু'জামুল কবীর, ১৮/২৪৬, হাদীস নং ৬১৮;

স্থির হয়ে যাও, কেননা তোমার উপর নবী, সিদ্দিক, ও শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।[৩৯]

এ হাদিস ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বললেন, এ হাদীস সহীহ।

॥২৪॥

٢٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ এবং হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয়জন হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি হিজরত (এর ফযিলত) না হত, আমি আনসারদের একজন হতাম।[৪০]

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥২৫॥

٢٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الآخِرَةِ فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ، وَالمُهَاجِرَةَ»

وفي رواية: فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ. وفي رواية: فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ. وفي رواية: اللهُمَّ إِنَّ الخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةِ. فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ্!

[৩৯]. ১. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা, باب: فضائل طلحة والزبير, ৪/১৮৮০, হাদীস নং ২৪১৭,
২. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه, ৫/৬২৪, হাদীস নং ৩৬৯৬;
৩. নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৫/৫৯, হাদীস নং ৮২০৭;

[৪০].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুত তামাননি, باب: ما يجوز من اللو, ৬/২৬৪৬, হাদীস নং ৬৮১৭-৬৮১৮;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল যাকাত, باب: باعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام , ২/৭৩৮, হাদীস নং ১০৬১;

জিন্দেগী তো আখেরাতেরই জিন্দেগী। সেহেতু আনসার, মুহাজিরদেরকে সংশোধন করুন।

এক বর্ণনায় আছে, সেহেতু আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করুন। এক বর্ণনায় আছে যে, হে আল্লাহ! মঙ্গল তো শুধু আখেরাতেরই মঙ্গল। সেহেতু আপনি আনসার ও মুহাজিরদের বিষয়াবলী সঠিক করুন।[৪১]

এ হাদিছ মুত্তাফিকুন আলায়হি।

॥২৬॥

٢٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ،

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আনছার ও মুহাজিরগণ (খন্দক খননকালে) যুদ্ধশ্লোক পড়তে ছিলেন এবং হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও তাঁদের সাথে (যুদ্ধশ্লোক পড়ায় অংশ গ্রহণকারী) ছিলেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহা বলতে ছিলেন,

হে আল্লাহ! প্রকৃত কল্যাণ তো আখেরাতেরই কল্যাণ। সেহেতু আনসার ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য করুন।[৪২]

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি। এবং শব্দসমূহ মুসলিম শরীফের।

[৪১].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: دعاء النبي ﷺ أصلح الأنصار والمهاجرة, ৩/১৩৮১, হাদীস নং ৩৫৮৪;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق , ৩/১৪৩১, হাদীস নং ১৮০৪-১৮০৫;

[৪২].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: مقدم النبي ﷺ المدينة, ৩/১৪৩০, হাদীস নং ৩৭১৭;
২.মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق , ৩/৪৩১, হাদীস নং ১৮০৫;
৩. আবূ দাউদ: আস সুনান, কিতাবুস সালাত, باب: في بناء المساجد, ১/১২৩, হাদীস নং ৪৫৩;

॥২৭॥

٢٧. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ،.....الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ্! আমার আসহাবের হিজরতকে ক্ববূল কর এবং তাঁদেরকে উল্টো পা ফিরাবেন না।[৪৩]

–এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥২৮॥

٢٨. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِاليَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আবূ মূসা আশআ'রী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, যখন আমাদেরকে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের খবর পৌঁছল তখন সে সময় আমরা ইয়ামানে ছিলাম। তখন আমরা একখানা নৌকায় আরোহন করলাম। সে নৌকা আমাদেরকে হাবশায় নাজ্জাশী পর্যন্ত পৌঁছায়ে দিলেন। সেখানে আমরা হযরত জাফর ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাঙ্গ বরণ করলাম এবং তাঁরই সাথে অবস্থান করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তারপর যখন তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খায়বর জয় করলেন, তখন আমরা তাঁর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

[৪৩]. ১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: قول النبي ﷺ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ৩/১৪৩১, হাদীস নং ৩৭২১;
২.মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল ওসিয়াত, باب: الوصيه بالثلث , ৩/১২৫০, হাদীস নং ১৬২৮;

ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নৌকাওয়ালাগণ। তোমাদের জন্যে দুই হিজরতের সওয়াব রয়েছে।[৪৪] –এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥২৯॥

٢٩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আনসারদের ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন এবং আনসারের সাথে ক্লেশ করা মুনাফেকির চিহ্ন।[৪৫]

এ হাদীস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَةُ المُنَافِقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ المُؤْمِنِ حُبُّ الأَنْصَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

এক বর্ণনায় হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুনাফিকের চিহ্ন আনসার এর সাথে ক্লেশ রাখা এবং মু'মিনের চিহ্ন আনসারের সাথে ভালবাসা রাখা। এ হাদিস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

॥৩০॥

٣٠. عَنِ البَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ»

[৪৪].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: هجرة الحبشة, ৩/১৪০৭, হাদীস নং ৩৬৬৩;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,
باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم , ৪/১৯৪৬,
হাদীস নং ২৫০২;
[৪৫].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب: علامة الايمان حب الأنصار, ১/১৪,
হাদীস নং ১৭; কিতাবুল মানাকিব, باب: حب الأنصار, ৩/১৩৭৯, হাদীস নং ৩৫৭২;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান,
باب: الدليل على أن حب الأ نصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان وعلاماته , ১/৮৫, হাদীস নং ৭৪;

وفي رواية للنسائي: وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا كَافِرٌ.

হযরত বরা' রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম অথবা বললেন যে, আনসারের সাথে শুধু মু'মিনই ভালবাসা রাখেন এবং তাঁদের সাথে শুধু মুনাফিকই ক্লেশ রাখে। সেহেতু যিনি তাঁদের সাথে ভালবাসা রাখেন তাকে আল্লাহ ভালবাসেন আর যে তাঁদের সাথে ক্লেশ রাখে আল্লাহ তার সাথে ক্লেশ রাখেন।[৪৬]

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি। নাসাঈর বর্ণনায় আছে, তাঁদের সাথে কাফির ছাড়া কেউ ক্লেশ রাখেনা।

٣١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْثِلًا، فَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ يَعْنِي الْأَنْصَارَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনসারের কিছু সংখ্যক বাচ্চা এবং মেয়েদেরকে বিবাহ (অনুষ্ঠান) হতে আসতে দেখেছেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে) দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের মধ্যে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। লোকদের মধ্যে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এ কথা দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য ছিল আনসার।[৪৭] –এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

---

[৪৬].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: حب الأنصار, ৩/১৩৭৯, হাদীস নং ৩৫৭২;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান,
باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان وعلا ماته , ১/৮৫, হাদীস নং ৮৫;
৩. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: في فضل الأنصار وقريش, ৫/৭১২, হাদীস নং ৩৯০০;
৪. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, আল মুকাদ্দামা, باب: فضل الأنصار, ১/৫৭, হাদীস নং ১৬৩;

[৪৭].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب: قول النبي ﷺ الأنصار أنتم أحب الناس الي,
৩/১৩৭৯, হাদীস নং ৩৫৭৪;

॥৩২॥

٣٢. عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ، وَالعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ، قَالَ: فَصَعِدَ المِنْبَرَ، وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, হযরত আবূ বকর এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আনসারের এক মজলিশের পাশ দিয়ে গমনের সময় দেখলেন তাঁরা ক্রন্দন করতেছেন, তখন তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, কি বস্তু তোমাদেরকে কাঁদাচ্ছেন? তখন তাঁরা বললেন, আমাদের নিজ মজলিশে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বসা স্মরণ হচ্ছে। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিকট সমস্ত অবস্থাদি পেশ করলেন। তখন বর্ণনাকারী বলেন যে, এ প্রেক্ষিতে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (মোবারক কক্ষ) থেকে বের হলেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ চাদর মোবারকের এক কোণা মাথার উপর পট্টির ন্যায় বেধে রাখছিলেন। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহন করলেন এবং ইহা শেষবার ছিল যে, তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহন করলেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরর উপর আরোহন করেননি। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ-সানা বয়ান করতঃ বললেন, আমি আপনাদেরকে আনসারদের বিষয়ে সদাচরণ করার জন্য ওছিয়ত করছি। কেননা তাঁরা আমার খাঁটি সাথী ও গোপন কথার

---

২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদাঈলিস সাহাবা, باب: من فضائل الأنصار , ৪/১৯৪৮, হাদীস নং ২৫০৮;

সঙ্গী। তাঁদের উপর যেসব কর্তব্য ছিল সেগুলো তাঁরা আদায় করেছেন। তাঁদের হক্ব বাকী রয়েছে। এজন্য তাদের ভাল লোকদের ভাল কাজ ক্ববুল কর এবং যাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে ত্রুটিওয়ালা হয় তাঁদেরকে ক্ষমা কর।[৪৮]

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥৩৩॥

٣٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ أَحْمَدُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বয়ান করেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে সে আনসারের সাথে ক্লেশ রাখতে পারে না।[৪৯]

এ হাদিস ইমাম মুসলিম, তিরমিজী, নাসাঈ এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজী বললেন, এ হাদীস হাসান সহীহ।

॥৩৪॥

٣٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا

[৪৮].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মানাকিব,
باب: قول النبي ﷺ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم, ৩/১৩৮৩, হাদীস নং ৩৫৮৮;
২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবু ফাদাঈলিস সাহাবা, باب: من فضائل الأنصار , ৪/১৯৪৯, হাদীস নং ২৫১০;

[৪৯].১. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الا يمان وعلا ماته , ১/৮৬, হাদীস নং ৭৬-৭৭;
২. তিরমিযী : আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: في فضل الأنصار وقريش , ৫/৭১৫, হাদীস নং ৩৯০৬;
৩. নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা, ৫/৮৬,৮৭, হাদীস নং ৮৩২৩,৮৩৩৩,
৪. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৩/৩৪, হাদীস নং ১১৩১৮,১১৪২৫,
৫. আবূ ইয়ালা: আল মুসনাদ, ২/২৮৭, হাদীস নং ১০০৭;
৬. তায়ালসী: আল মুসনাদ, ১/২৯০, হাদীস নং ২১৮২;

قَاعِدُونَ﴾ [المائدة، ٥:٢٤]، وَلَكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ، «فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বয়ান করেন যে, বদর যুদ্ধের সময় হযরত মেক্বদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এ কথা কখনো বলব না, যে কথা বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে বলেছিলেন, 'আপনি ও আপনার রব উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করেন, আমরা এখানে বসা আছি।' বরং আপনি চলুন আমরা আপনার সাথে আছি। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এ উত্তরে অনেক খুশী হলেন।[৫০]

এ হাদিস ইমাম বুখারী, নাসাঈ এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন।

॥৩৫॥

٣٥. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِي أَلَمْ آتِكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللهُ بِي أَلَمْ آتِكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلَا تَقُولُونَ جِئْتَنَا خَائِفًا فَآمَنَّاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ فَقَالُوا بَلْ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَنُّ بِهِ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدٍ ، وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ واللَّفْظُ لَهُ وَ ابْنُ حِبَّانَ.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসারের দল। আমি কি তোমাদের নিকট সে সময় আসিনি যে সময় তোমরা সঠিক পথ থেকে

[৫০].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবু তাফসিরিল কুরআন,
باب: قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون , ৪/১৬৮৪, হাদীস নং ৪৩৩৩;
২. নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা, ৬/৩৩৩, হাদীস নং ১১১৪০,
৩. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৪/৩১৪, হাদীস নং ১৮০৭৩;
৪. ইবনে আবি আসেম: আল জামি', ২/৫৫৫, হাদীস নং ২২০; وقال: اسناده حسن -

ছিটকে পড়ছিলে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন। আমি তোমাদের নিকট সে সময় আসিনি, যখন তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদেরকে একত্রিত করেছিলেন। আমি কি তোমাদের নিকট সে সময় আসিনি, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার কারণে তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ? এয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ইহা কেন বলছো না? আপনি আমাদের নিকট ভয়ের সময় এসেছেন, তখন আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এবং আপনি আমাদের নিকট সে সময় এসেছেন যখন আপনার গোষ্ঠি দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। এবং আপনি আমাদের নিকট ভগ্নাবস্থায় এসেছেন তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। তাঁরা বললেন, (আপনার উপর আমাদের কোন এহছান নেই) বরং আমাদের কাছে আপনার আগমন) আমাদের উপর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)এর এহছান।[৫১]

এ হাদিস ইমাম বুখারী ও মুসলিম দীর্ঘ বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম নাসাঈ, আহমদ এবং ইবনে হিব্বানও বর্ণনা করেছেন। শব্দসমূহ আহমদ এর।

॥৩৬॥

٣٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ وزاد: وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ.

[৫১].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মাগাযি, باب: قوله: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان , ৪/১৫৭৪, হাদীস নং ৪০৭৫;
২. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب: اعطاء المؤلفة لقلوبهم على الاسلام, ২/৭৩৮, হাদীস নং ১০৬১,
৩. নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা, ৫/৯১, হাদীস নং ৮৩৪৭, ফাদাঈলুস সাহাবা, ১/৭২, হাদীস নং ১/৭২, হাদীস নং ২৪২;
৪. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৩/১০৪, হাদীস নং ১২০৪০; ফাদাঈলুস সাহাবা, ২/৮০০, হাদীস নং ১৪৩৫; ইবনে হিব্বান, সিকাত২/৮১;

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

হযরত যায়দ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! আনসার এবং আনসারদের পুত্রদের এবং আনসারদের পুত্রদের পুত্রদেরকে ক্ষমা করুন।[৫২]

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি। শব্দসমূহ মুসলিমের।

ইমাম তিরমিযী এ হাদিস হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ শব্দসমূহ বর্ধিত করে বর্ণনা করেছেন, এবং আনসারদের মেয়েদের (বিবিদের) কেও ক্ষমা করুন।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদিস হাসান গরীব।

॥৩৭॥

٣٧. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَدْرٍ: فَلَعَلَّ اللهُ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসহাবে বদর এর বিষয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আহলে-বদর এর দিকে (দয়ার) দৃষ্টি দান করেছেন। তারপর বললেন, তোমরা যে আমল করতে চাও কর। নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে।[৫৩]

[৫২].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবু তাফসিরিল কুরআন, باب: قوله: قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, ৪/১৮৬২, হাদীস নং ৪৬২৩;
২.মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল ফাদাঈলিস সাহাবা, باب: من فضائل الأنصار, ৪/১৯৪৮, হাদীস নং ২৫০৬;
৩. তিরমিযী : আস সুনান, কিতাবুন নিকাহ্, باب: فضائل الأنصار وقريش, ৫/৭১৫, হাদীস নং ৩৯০৯;
৪. নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা, ৬/৮৬, হাদীস নং ১০১৪৬;

[৫৩].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মাগাযি, باب: قوله: فضل مَن شَهِدَ بدرًا , ৪/১৪৬৩, হাদীস নং ৩৭৬২; কিতাবুল জিহাদ, باب: الجاسوس, ৩/১০৯৫, হাদীস নং ২৮৪৫;
২. মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবু ফাদাঈলিস সাহাবা, باب: من فضل ئل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه, ৪/১৯৪১, হাদীস নং ২৪৯৪;

অথবা বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥৩৮॥

٣٧. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত জাবের ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার দিন আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা জমিনে বসবাসকারী সবার চেয়ে উত্তম এবং আমরা ১৪০০ জন ছিলাম। আজ যদি আমি দেখতে পারতাম তবে তোমাদেরকে (হুদায়বিয়ার) এ গাছের স্থান দেখাতাম।[৫৪]

এ হাদিস মুত্তাফাকুন আলায়হি।

॥৩৯॥

٣٩. عَنْ سَعِيدِ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَ: فَعَدَّ هَؤُلَاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ، أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيرِ: أَصَحُّ.

৩. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবু তাফসিরিল কুরআন, باب: ومن سورة الممتحنة, ৫/৪০৯, হাদীস নং ৩৩০৫; ৪. দারমী: আস সুনান, ২/৪০৪; হাদীস নং ২৭৬১;

[৫৪].১. বুখারী : আস সহীহ, কিতাবুল মাগাযি, باب: غزوة الحديبية, ৪/১৫২৬, হাদীস নং ৩৯২৩; হাদীস নং ৩৯২৩;

২. মুসলিম: আস সহীহ, কিতাবুল এমারাত, باب: استحباب مبايعة الامام الجيش، عند ارادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة, ৩/১৪৮৪, হাদীস নং ১৮৫৬

হযরত সা'ঈদ ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দশ ব্যক্তি জান্নাতী (এবং তাঁরা হলেন এই) আবূ বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান, আলী, জুবায়র, ত্বালহা, আবদুর রহমান, আবু ওবায়দাহ, এবং সা'দ ইবনু আবি ওয়াককাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) জান্নাতী। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'ঈদ ইবনু যায়দ নয় ব্যক্তির নাম গুণে দশমের সময় চুপ হয়ে গেলেন। লোকেরা বললেন, আবূ আ'ওয়ার। আমরা আপনাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাস করছি (বলেন) দশম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়েছো, (দশম) আবূ আ'ওয়ার (অর্থাৎ সা'ঈদ ইবনু যায়দ নিজেই) জান্নাতী।[৫৫]

এ হাদিস ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ এবং ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী 'আস সুনান' এ এবং ইমাম বুখারী 'আত তারিখুল কবীর' এ এই হাদিসকে আছাহ (বিশুদ্ধতম) বলেছেন।

॥৪০॥

٤٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا إِسْنَادُ صَحِيحٌ.

হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বয়ান করেন যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে দয়াবান আবূ বকর। আহকামে এলাহী প্রসংগে সবচেয়ে বেশী শক্ত ওমর। লজ্জা ও শালীনতায় সবচেয়ে সত্যবাদী

[৫৫].১. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف رضر الله عنه, ৫/৬৪৮, হাদীস নং ৩৭৪৮;

২. নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা, ৫/৫২, হাদীস নং ৮১৯৫,

৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল মুসনাদ, ১/৪৬৩, হাদীস নং ৭০০২;

৪. শাশী: আল মুসনাদ, ১/২৪৭;

ওসমান। হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন মু'আয ইবনু জাবাল, এলমু ফরায়েজ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী হলেন যায়দ ইবনু সাবিত, সবচেয়ে ভাল ক্বারী হলেন উবাই ইবনু কা'ব। এবং প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন আমীন থাকে এবং এ উম্মতের আমীন আবূ ওবায়দা ইবনু জাররাহ।[৫৬]

এ হাদিস ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বললেন, এ হাদিস হাসান-সহীহ। ইমাম হাকেম বললেন, ইহার সনদ সহীহ।

---

[৫৬].১. তিরমিযী: আস সুনান, কিতাবুল মানাকিব,
باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم,
৫/৬৬৪-৬৬৫, হাদীস নং ৩৭৯০-৩৭৯১;
২. ইবনে মাজাহ: আস সুনান, আল মুকাদ্দামাত, باب: فضائل عباب رضي الله عنه; ১/৫৫, হাদীস নং ১৫৪,
৩. নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা,৫/৬৭,৭৮, হাদীস নং ৮২৪২,৮২৮৭;
৪. আহমদ বিন হাম্বল: আল মুসনাদ, ৩/২৮১, হাদীস নং ১৪০২২;
৫.আবূ ইয়ালা: আল মুসনাদ, ১০/১৪১, হাদীস নং ৫৭৬৩;
৬. হাকেম: আল মুসতাদরাক, ৩/৪৭৭, হাদীস নং ৫৭৮৪;

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম;

২. আহমদ ইবনে হাম্বাল : আবূ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) : **ফাদ্বাঈলুস সাহাবা**, বৈরূত, লেবনান, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ;

৩. আহমদ ইবনে হাম্বাল : আবূ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) : **আল মুসনাদ**, বৈরূত, লেবনান, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮খ্রি.;

৪. বুখারী : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.) : **আত-তারিখুল কাবির**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া;

৫. বুখারী : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.) **আল-সহীহ**, বৈরূত, লেবনান, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং;

৬. বায্‌যার : আবূ বকর আহমদ বিন ওমর বিন আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ খ্রি.) **আল মুসনাদ**, বৈরূত, লেবনান, ১৪০৯ হি.;

৭. বায়হাকী : আবূ বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : **আল এ'তেকাদ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল আফকার আল জদীদ, ১৪০১হি.

৮. বায়হাকী : আবূ বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : **আস সুনানুস সুগরা**, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মকতাবাতুত দার, ১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.;

৯. বায়হাকী : আবূ বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : **আস সুনানুল কুবরা**, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.;

১০. বায়হাকী : আবূ বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : **আল মাদহাল ইলাস সুনানিল কুব্‌রা**, কুয়েত,দারুল খোলাফা লিল কিতাবিল ইসলামী,১৪০৪;

১১. তিরমিযী : আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সওরাহ বিন মূসা দিহাক সালিমী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ খ্রি.) **আস সুনান**, বৈরূত, লেবনান, দারুল গারব আল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.;

১২. তাম্মাম : আবূল কাসেম তাম্মাম বিন মুহাম্মদ আর রাযী (২১০-২৭৯হি./৮২৫-৮৯২খ্রি.) আস সুনান, বৈরূত, লেবনান, দারুল গারব আল ইসলামী;

১৩. হাকেম : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.) : **আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন**, মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বায লিন নশর ওয়াত তাওযী';

১৪. ইবনে হিব্বান : আবূ হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং) : **আস্ সিকাত**, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩৯৫ হি.;

১৫. ইবনে হিব্বান : আবূ হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং) : **আস সহীহ**, বৈরুত, লেবানন, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩খ্রি.;

১৬. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খি.) **আল ইসাবাহ**, বৈরূত, লেবনান,দারুল জায়ল, ১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.;

১৭. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খি.) **আল আমালিয়ুল মুতলাকা**, বৈরূত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১৬হি./১৯৯৫খ্রি.;

১৮. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খি.) **ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী**, লাহোর, পাকিস্তান,দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামি, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.;

১৯. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খ্রি.) **লিসানুল মিযান**, বৈরূত, লেবনান, মুআস্‌সাসাতুল আ'লামী, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.

২০. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খ্রি.) **আল মাতালিবুল আলিয়া**, বৈরূত, লেবনান, দারুল মা'রিফা, ১৪০৭হি./১৯৭৮খ্রি.;

২১. হুসামুদ্দীন হিন্দী : আলা উদ্দীন আলী মুত্তাকী (মৃ. ৯৭৫হি.) **কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল**, বৈরূত, লেবনান, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯/১৯৭৯;

২২. হামিদী : আবূ বকর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (২১৯হি./৮৩৪খ্রি.) **আল মুসনাদ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুল মুনতামী;

২৩. খতীব বাগদাদী : আবূ বকর আহমাদ বিন আলী বিন সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.), **তারিখু বাগদাদ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া;

২৪. খতীবে বাগদাদী : আবূ বিন আহমাদ বিন আলী বিন সাবেত বিন (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.) : **আল কিফায়াহ্ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ্**, মদীনা, সৌদি আরব, আল মাকতাবাতুল ইলমীয়া;

২৫. খতীবে তাবরিযী : ওলী উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (৭৪১হি.), **মিশকাতুল মাসাবীহ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমীয়া, ১৪২৪হি./ ২০০৩খ্রি.;

২৬. খিলাল : আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হারুন বিন ইয়াযীদ খিলাল, আবূ বকর, (৩১১-৩৩৪হি.) **আস সুন্নাত**, রিয়াত, সৌদি আরব ১৪১০হি.;

২৭. দারেমী : আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫হি./৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), **আস-সুনান**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.;

২৮. আবূ দাউদ : সুলাইমান বিন আস'আছ সিজিসতানী (২০২-২৮৫হি./ ৮১৭-৮৮৯খ্রি.) **আস সুনান**, বৈরূত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪১৪হি./১৯৯৪খ্রি.;

২৯. দাওলাবী : আবূ বশর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্মাদ, (২২৪-৩১০হি.), **আল কুনা ওয়াল আসমা**,

বৈরূত, লেবনান, দারুল ইবনে হাযাম, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.;

৩০. দায়লমী :আবূ সুজা' শায়রওয়াই বিন শহরদার বিন শায়রওয়াই হামদানী, (৪৪৫-৫০৯হি./১০৫৩-১১১৫খ্রি.), **মুসনাদুল ফিরদাউস**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪০৬হি. /১৯৮২খ্রি.;

৩১. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **মিযানুল ই'তিদাল ফি তানকদির রিজাল**,বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৫খ্রি.;

৩২. ইবনে রাশেদ : মা'মার বিন রাশেদ আল আযদী (১৫১হি.) **আল জামি**, বৈরূত, লেবনান, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩হি.;

৩৩. ইবনে রাহওয়াই : আবূ ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ খ্রি.) : **আল-মুসনাদ**, মদীনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.;

৩৪. রুইয়ানী : আবূ বকর মুহাম্মদ বিন হারুন (৩০৭ হি.), **আল মুসনাদ**, কায়রো,মিসর, মুআস্সাসাতু কুরতুবা, ১৪১৬ হি.;

৩৫. যমখশরী : আবূল কাসিম মুহাম্মদ বিন উমর (৫৩৮ হি.) **মুখতাসারু কিতাবিল মুয়াফিকাতি বায়না আহলিল বায়তি ওয়াস সাহাবা**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল হিকমিয়া;

৩৬. ইবনে সা'দ : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০হি./৭৮৪-৮৪৫খ্রি.) **আত তাবকাতুল কুবরা**, বৈরূত, লেবনান, দারু বৈরূত লিত তাবা'আহ ওয়ান নশর, ১৩৯৮হি./১৯৭৮খ্রি.;

৩৭. সুয়ূতী : জালালুদ্দিন আবূল ফজল আবদুর রহমান বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.), **তারিখুল খুলাফা**, বাগদাদ, ইরাক, মকতাবাতুশ শারক আল জাদিদ;

৩৮. শাশী : আবূ সাঈদ হাইছম বিন কুলাইব বিন শুরাইহ (মৃ.৩৩৫হি./৯৪৬খ্রি.), **আল মুসনাদ**, মদিনা

মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকম, ১৪১০খ্রি.;

৩৯. শাফী'ঈ : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি'ঈ করশী, (১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮১৯খ্রি.) **আল মুসনাদ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া;

৪০. ইবনে আবি শায়বাহ : আবূ বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন উসামান কুফি, (১৫৯-২৩৫হি./৭৭৬-৮৪৯খ্রি.), **আল মুসান্নাফ**, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯হি;

৪১. তাবরানী : আবূল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ বিন আয়ূব বিন মুতায়র লাখমী (২৬০০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭০খ্রি.) **কিতাবুদ দু'আ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইল্মিয়া, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.;

৪২. তাবরানী : আবূ কাসেম বিন সুলাইমান বিন আহমদ আয়ূব বিন মুতায়র লাখমী (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) **মুসনাদুশ শামিয়ীন**, বৈরূত, লেবনান, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৫হি./১৯৮৪খ্রি.;

৪৩. তাবরানী : আবূ কাসেম বিন সুলাইমান বিন আহমদ বিন আয়ূব বিন মুতায়র লাখমী (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) **আল মু'জামুল আওসাত**, কায়রো, মিসর, দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.;

৪৪. তাবরানী : আবূ কাসেম বিন সুলাইমান বিন আহমদ বিন আয়ূব বিন মুতায়র লাখমী (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) **আল মু'জামুল সগীর**, বৈরূত, লেবনান, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.;

৪৫. তাবরানী : আবূ কাসেম বিন সুলাইমান বিন আহমদ বিন আয়ূব বিন মুতায়র লাখমী (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) **আল মু'জামুল কবীর**, মুসিল, ইরাক, মাকতাবাতুয যাহরা আল হাদিছা;

৪৬. তাবরানী : আবূ কাসেম বিন সুলাইমান বিন আহমদ বিন আয়ূব বিন মুতায়র লাখমী (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) **আল মু'জামুল কবীর**, কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া;

৪৭. তায়ালসী : আবূ দাউদ সুলায়মান বিন দাউদ জারূদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), **আল মুসনাদ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল মা'আরিফা;

৪৮. ইবনে আবি 'আসেম : আবূ বকর বিন উমর বিন দাহ্হাক বিন মখলদ শায়বানী (২০৬-২৮৭হি./৮২২-৯০০খ্রি.) **আল জিহাদ**, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৯হি.;

৪৯. ইবনে আবি 'আসেম : আবূ বকর বিন উমর বিন দাহ্হাক বিন মখলদ শায়বানী (২০৬-২৮৭হি./৮২২-৯০০খ্রি.) **আল আহাদ ওয়াল মাসানী**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুর রায়া, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.;

৫০. ইবনে আবি 'আসেম : আবূ বকর বিন উমর বিন দাহ্হাক বিন মখলদ শায়বানী (২০৬-২৮৭হি./৮২২-৯০০খ্রি.) **আস সুন্নাত**, বৈরূত, লেবনান, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০০হি.;

৫১. ইবনে আবদুল বার : আবূ উমর ইউসূফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩৬৪-৪৬৩হি./৯৭৯-১০৭১খ্রি.) **আল ইসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব**, বৈরূত, লেবনান, দারুল জায়ল, ১৪১২হি.;

৫২. ইবনে আবদুল বার : আবূ উমর ইউসূফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩৬৪-৪৬৩হি./৯৭৯-১০৭১খ্রি.) **আত তামহিদ লিমা মুয়াত্তা মিনাল মা'আনি ওয়াল আসানিদ**, মাগরিব (মরক্কো), ওয়াযারাতু উলুমিল আওকাফ, ১৩৮৭হি.;

৫৩. আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বলী (২১৩-২৯০হি.) **আস সুনান**, দাম্মাম, দারু ইবনে কাইয়ুম, ১৪০৬হি.;

৫৪. আবদ্ বিন হুমাইদ : আবূ মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কাসী (২৪৯ হি./৮৬৩খ্রি.), **আল মুসনাদ**, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.;

৫৫. 'আবদুর রায্যাক : আবূ বকর বিন হুমাম বিন নাফে' সানআনী (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং) : **আল আমালি ফি আসারিস সাহাবা**, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুল কুরআন;

৫৬. 'আবদুর রায্যাক : আবূ বকর বিন হুমাম বিন নাফে' সানআনী (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং) : **আল মুসান্নাফ**, বৈরূত, লেবনান, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি;

৫৭. ইবনে 'আদী : আবদুল্লাহ বিন 'আদী বিন আবদুল্লাহ (২৭৭হি.-৩৬৫হি.), **আল কামিল ফি দু'আফায়ির রিজাল**, বৈরূত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪০৯হি./১৯৮৮খ্রি.;

৫৮. ইবনে 'আদী : আবদুল্লাহ বিন 'আদী বিন আবদুল্লাহ (২৭৭হি.-৩৬৫হি.), **আল কামিল ফি দু'আফায়ির রিজাল**, কায়রো, মিসর, আল মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, ১৯৯৩খ্রি.;

৫৯. ইবনে আসাকীর : আবুল কাসেম আলী বিন হাসান বিন হিব্বাতিল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন হোসাইন দামিশকী (৪৯৯-৫৭১হি./১১০৫-১১৭৬খ্রি.) **তারিখু দামিশক আল কাবির, (তারিখু ইবনে আসাকীর)** বৈরূত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৯৯৫খ্রি.;

৬০. আবূ আওয়ানা : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে যায়দ নিমাপুরী (২৩০-৩১৬হি./৮৪৫-৯২৮খ্রি.) **আল মুসনাদ**, বৈরূত, লেবনান, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৮খ্রি.;

৬১. কাযভীনী : আবদুল করীম বিন মুহাম্মদ আর-রাফী'ঈ, **আত্ তাদভীন ফী আখবারি কাযভীন**, বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৭ খ্রি.;

৬২. কাদ্বা'ঈ : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সালামাহ ইবনে জা'ফর (মৃ. ৪৫৪হি.) : **মুসনাদুশ শিহাব**, বৈরূত, লেবনান, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৭ হি.;

৬৩. 'আয়নী : বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ বিন আহমদ বিন মুসা বিন আহমদ বিন হোসাইন বিন ইউসুফ বিন মাহমূদ (৭৬২-৮৫৫হি./১৩৬১-১৪৫১খ্রি.) **উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী**, বৈরূত, লেবনান, দারুল ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরবী;

৬৪. ইবনে কাসীর : আবূল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর বিন কাসীর বিন দূ' বিন কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি./ ১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.) : **তুখফাতুত তালিব বি মা'রিফাতি আহাদিসি মুখতাসারি ইবনিল হাজিব**, মক্কাতুল মুক্কাররামা, সৌদি আরব, দারু হেরা, ১৪০৬হি.;

৬৫. কিনানী : আহমদ বিন আবী বকর বিন ইসমাঈল (৭৬২-৮৪০ হি.) : **মিসবাহুয যুজাযা ফী যাওয়ায়িদি ইবনে মাজাহ্**, বৈরূত, লেবনান, দারুল আরাবিয়া, ১৪০৩ হি.;

৬৬. লালকায়ী : আবূল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান বিন মনসুর (মৃ.৪১৮ হি.) : **শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া ইজমা'ইস সাহাবা,** রিয়াদ, সৌদি আরব, দারু তায়্যিবাহ, ১৪০২ হি.;

৬৭. ইবনে মাজাহ : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ কাযবিনী (২০৯-২৭৩হি./৮২৪-৮৮৭খ্রি.) **আস সুনান,** বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.;

৬৮. মালেক : ইবনে আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিন আবী 'আমির বিন হারেছ আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./ ৭১২-৭৯৫খ্রি.) : **আল মুয়াত্তা,** বৈরূত, লেবনান, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খি.;

৬৯. মারূযী : মুহাম্মদ বনি নাছের বিন আল হাজ্জাজ, আবূ আবদুল্লাহ, (২০২-২৯৪হি.) **আস সুন্নাত,** বৈরূত, লেবনান, মুআস্সাসাতুল কুতুবিছ ছাক্বাফিয়্যাহ্, ১৪০৮;

৭০. মিয্যী : আবূল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন যাকি (৬৫৪-৭৪২হি./১২৫২-১৩৪১খ্রি.) **তাহযিবুল কামাল,** বৈরূত, লেবনান, মুআস্সাসাতুল রিসালা, ১৪০০হি./১৯৮০খ্রি.;

৭১. মুসলিম : ইবনে আল হাজ্জাজ আবূল হাসান কুশাইরী (২০৬-২৬১হি./৮২১-৮৭৫খ্রি.) **আস সহীহ,** বৈরূত, লেবনান, দারুল ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরবী;

৭২. মুকাদ্দসী : আবদুল গনি বিন আবদুল ওয়াহিদ বিন আলী মুকাদ্দসী, আবূ মুহাম্মদ (৫৪১-৬০০হি.) **আল আহাদিসুল মুখতারা,** মক্কাতুল মুকাররমা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুন নাহ্দাহ্ আল হাদীসিয়া, ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.;

৭৩. মুল্লা আলী ক্বারী : নূর উদ্দীন আলী বিন সুলতান (মৃ. ১০১৪হি./১৬০৬খ্রি.) **মিরকাতুল মাফাতিহ,** বৈরূত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, ১৪২২হি./২০০১খ্রি.;

৭৪. ইবনে মালকান : উমর বিন আলী বিন মালকান আনসারী (মৃ.৭২৩হি./৮০৪খ্রি.) **খুলাসাতুল বাদরিল মুনির ফি তাখরিজ কিতাবিশ শারহিল কাবীর লির রাফী',** রিয়াদ, সৌদি আরব, মকতাবাতুর রুশদ, ১৪১০হি.;

৭৫. মুনাবী : আবদুর রউফ বিন তাজুল আরেফিন বিন আলী (৯৫২-১০৩০হি./১৫৪৫-১৬২১খ্রি.), **ফয়যুল কাদির শরহুল জামিয়িস সগীর,** মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুব্রা, ১৩৫৬হি.;

৭৬. ইবনে মুনদা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া (৩১০-৩৯৫হি./ ৯২২-১০০৫খ্রি.), **আল ঈমান,** বৈরূত, লেবনান, মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৬হি.;

৭৭. নাসায়ী : আবূ আবদুর রাহমান আহমদ বিন শু'আয়ব (২১৫-৩০৩ হি./ ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আস সুনান,** হলব, সিরিয়া, মাকতাবুল মতবূ'আত, ১৪০৬হি/১৯৮৬খ্রি.;

৭৮. নাসায়ী : আবূ আবদুর রাহমান আহমদ বিন শু'আয়ব (২১৫-৩০৩ হি./ ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **আস সুনানুল কুবরা,** বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১১হি/১৯৯১খ্রি.;

৭৯. নাসায়ী : আবূ আবদুর রাহমান আহমদ বিন শু'আয়ব (২১৫-৩০৩ হি./ ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), **ফাদায়েলুস সাহাবা,** বৈরূত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪০৫হি/১৯৮৫খ্রি.;

৮০. আবূ নাঈম : আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং) : **হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া,** বৈরূত, লেবনান, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.;

৮১. আবূ নাঈম : আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.) : **আল মুসনাদুল মুসতাহরাজ আলা সহীহিল মুসলিম,** বৈরূত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, ১৯৯৬খ্রি.;

৮২. নববী : আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ (৬৩১-৬৭৭হি./১২৩৩-১২৭৮খ্রি.), **তাহযিবুল আসমায়ে ওয়াল লুগাত,** বৈরূত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৯৯৬খ্রি.;

৮৩. হায়সামী : নুরুদ্দিন আবূল হাসান নূরুদ্দিন আলী বিন আবূ বকর (৭৩৫-৮০৭হি./ ১৩৩৫-১৪০৫খ্রি.) **মাজমাউয যাওয়ায়িদ,** কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত

তুরাছ, বৈরূত, লেবনান, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.;

৮৪. আবূ ইয়া'লা : আহমাদ বিন আলী বিন মুসান্ন বিন ইয়াহইয়া (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ খ্রি.) : আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মা'মুন লিত্ তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.;

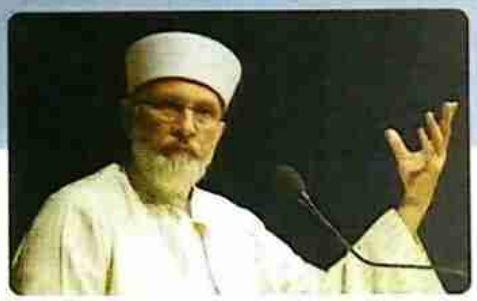

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল. এল. বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদর আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী(রহ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশিদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাযেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূভী আল-মালেকী আল মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল. এল. বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নিবার্চিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির সদস্য, তাহরীক-ই মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহ সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংঘটন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

উর্দূ, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত চার'শর উপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাধারা ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমূনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos Who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট'(ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনির্ভাসিটি'র চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিতে করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত কার হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন